আলমডাঙ্গায় মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট করোনায় আক্রান্ত

আলমডাঙ্গায় করোনা কাজে নিয়োজিত মেডিকেল টেকনোলোজিষ্ট (স্বেচ্ছা সেবি) এর করোনা পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে তার ঈড়ারফ-১৯ রিপোর্ট আসে সে পজিটিভ। কিন্ত তার কোনো উপসর্গ এখনো পর্যন্ত নেই। সে ভালো আছে, সুস্থ্য আছে। তিনি গত ৬ মে তারিখ হতে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে নমুনা সংগ্রহের কাজে যোগদান করে। পরিবার পরিজনের নিষেধ উপেক্ষা করে দেশ এবং দশের কল্যানে নিজের ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে বিনা বেতনে ঈঙঠওউ-১৯ এর নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার মানুষের কথা চিন্তা করেই এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কারন সে জানায় আমি একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে বর্তমান সময়ে ঘরে বসে থাকতে পারিনি। দুঃখ হচ্ছে এতো তাড়াতাড়ি আমাকে করোনার কাছে মাথা নত করতে হলো। আজ সম্ভবত আমার উপজেলায় নতুন নমুনা সংগ্রহ হয়নি।

এর আগে গত ১২ মে তারিখে তার ১ম রিপোর্ট নেগেটিভ আসে সে পর্যন্ত সে নিজ বাড়িতেই ছিল। ১৩ তারিখ থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদের নির্দেশনায় তার দেওয়া আবাসন ব্যবস্থা গ্রহন করে, এবং সেখানেই অবস্থান করে যথারীতি নমুনা সংগ্রহের কাজ করতে থাকে। এবং ১৫ মে তারিখে নতুন করে নমুনা দেয়।

১৭ মে তারিখে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। মঙ্গলবার অফিসিয়ালি রিপোর্ট আসার পর ডা. হাদি জিয়াউদ্দিন আহম্মদের পরামর্শে প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলশনে আছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎক প্রতিনিয়ত তার খোঁজ খবর রাখছেন। তার এখনো কোনো প্রকার উপসর্গ দেখা দেইনি।

মঙ্গলবার থেকে অনেক শুভাকাক্সক্ষীরা ফোনে খোঁজখবর নিয়েছে, তার করোনা পজেটিভের কথা চিকিৎসক ব্যাতিত কাউকে জানাতে চাইনি। পরে তার পরিবারকে জানিয়েছে। তার বর্তমান অবস্থা নিয়ে বন্ধু বান্ধব সহ সবাই খুব চিন্তিত, বিশেষ করে মুন্সিগঞ্জ এলাকার লোকজন।

তিনি গত ১৩ মের পর থেকে তার নিজ এলাকায় যায়নি। এবং তখন থেকে সে নিজ বাড়িতে আলাদা একা একটি ঘরে থাকত। এবং আলাদা বাথরুম সহ খাওয়া দাওয়া সব আলাদা করত। এমনকি ইফতারিও আলাদা করত।

তিনি সুস্থ্য আছে, স্বাভাবিক আছে। সে তার জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছে, যেন দ্রুত সুস্থ্য হয়ে আবারও সকলের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে।

আলমডাঙ্গায় বোরোধান সংগ্রহের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা উপজেলায় সরকারি ভাবে বোরো ধান সংগ্রহের শুভ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলা খাদ্য গুদামে আনুষ্ঠানিক ভাবে বোরো ধান সংগ্রহের উদ্বোধন করা হয়েছে। ধান সংগ্রহ পুর্ব সংক্ষিপ্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ছেলুন এমপি বলেন, আপনারা প্রকৃত চাষিদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করবেন। আমি জানি, আপনারা স্বচ্ছতার জন্য লটারির মাধ্যমে চাষি নির্বাচিত করেছেন, কিন্ত আমাদের সমাজে এক শ্রেনীর টাউট আছে, যারা চাষিদের নানা ভাবে হয়রানির ভয় দেখিয়ে দু’পাচশত টাকা দিয়ে স্লিপ কিনে নিয়ে তারা ধান ঢোকাবে। সেদিকে আপনারা সজাগ থাকবেন, করোনায় চাষিরা বিপর্যস্ত, তারা যেন ধানের ন্যায্য মুল্য থেকে বন্চিত না হয়।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, পৌর মেয়র হাসান কাদীর গনু, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী

মাষ্টার,

থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবির, খাদ্যকর্মকর্তা মোফা খাইরুল ইসলাম, খাদ্য পরিদর্শক রাকিবুল ইসলাম, গুদাম রক্ষক মিয়াজান হোসেন, খাদ্যউপ-পরিদর্শক রেবেকা পারভীন, ইউপি চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, আবু সাইদ পিন্টু, মিলচাতাল মালিক সমিতির সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন, জয়নাল আবেদিন, হান্নান শাহ, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,

৬ নংওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল হক তবা, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আসাবুল হক ঠান্ডু, হারদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আসিকুর রহমান ওল্টু, মিল মালিক পিন্টু মিয়া, মুকুল মল্লিক, জয়নাল ক্যাপ, এসআই রফিক, প্রেসক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, সাংবাদিক আতিয়ার রহমান মুকুল, প্রশান্ত বিশ্বাস, শরিফুল ইসলাম, কৃষক মজিবুল ইসলাম প্রমুখ।

পরে ফিতা কেটে বোরো সংগ্রহের উদ্বোধন করেন।

চুয়াডাঙ্গায় ক্রেতা-বিক্রেতাকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় নির্দেশনা অমান্য করে মার্কেট খোলা রেখে পণ্য কেনাবেচার অভিযোগে ২৪জন ক্রেতা-বিক্রেতাকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

গতকাল সোমবার দুপুরে শহরের নিউ মার্কেটে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তাদের কাছ থেকে ৭৫হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, গত ১৫ মে থেকে করোনার সংক্রমণ রোধে জেলার সকল মার্কেট-শপিংমল বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু এ নির্দেশনা অমান্য করে শহরের নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ীরা

ভোর থেকে গোপনে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে- এমন খবরের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার সকাল থেকে নিউ মার্কেটে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়।

অভিযানে মার্কেটের দোকানগুলো বাইরে থেকে তালাবদ্ধ রেখে ভিতরে পণ্য কেনাবেচা প্রমাণ মেলে। এমন অভিযোগে ২৪ জন ক্রেতা বিক্রেতাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ করা হয়। পরে তাদেরকে ৭৫ হাজার ৯০০ টাকা অর্থদন্ড করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস, হাবিবুর রহমান ও ফিরোজ হোসেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস জানান, জরিমানার অর্থ আদায় করা সকলে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে ঈদ বাজারে কেনাবেচায় অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে মার্কেটের নিউ ফালগুনি বস্ত্রালয়ের মালিক আশরাফুল হক ফিরোজকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে তাদেরকে পণ্য কেনাবেচা না করার জন্য অঙ্গীকার করানো হয়।

কুষ্টিয়ায় ফ্রীজের ঠান্ডা পানি খেয়ে ছাত্রীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় ফ্রীজের ঠান্ডা পানি খেয়ে মেহজাবীন ইসলাম চৌধুরী তাসমী (১৬) নামে এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

তাসমী চৌধুরী চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জ জেহালা গ্রামের মতিউল ইসলাম চৌধুরী টনিকের মেয়ে। এবং কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন স্কুল এণ্ড কলেজের একাদশ মানবিক শাখার শিক্ষার্থী।

সে কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড খন্দকবাড়ীয়া মহল্লায় পিতা-মাতার সাথে ভাড়া বাড়ীতে বসবাস করতো। খন্দকবাড়ীয়া তাসমী চৌধুরীর পিতার নানা বাড়ী।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, সারাদিন রোজা রেখে ইফতারীর পর (১৬ মে)

রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে ফ্রীজের ঠাণ্ডা পানি খাবার পর তার দীর্ঘদিনের শ্বাস কষ্ট বেড়ে যায়। স্বজনরা তাঁকে দ্রুত মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

চুয়াডাঙ্গার কুলপালায় সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে ইফতার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার ১৪ নং চিৎলা ইউনিয়ন কুলপালা গ্রামে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ইফতারের আয়োজন করা হয়।

চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক জনাব শাহ্ আল ইমরানের উদ্যোগে গ্রামবাসী মাঝে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই ইফতারের আয়োজন করেন।

প্রায় শতাধিক লোকের মাঝে এই ইফতারি বিতরণ করা হয়।

জীবননগরে তরমুজ ক্ষেত কেটে সাবাড়

পুর্ব শুত্রুতা মুলক ভাবে দিনে দুপুরে প্রান্তিক এক চাষীর ক্ষেতের প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকার তরমুজ দিনে দুপুরে কে বা কাহারা কেটে সাবাড় করে দিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের কাটাপোল গ্রামে।

জানাযায়, জীবননগর উপজেলার কাটাপোল গ্রামের বারেক মন্ডলের ছেলে সাইদুল ইসলাম পরের জমি বর্গা নিয়ে একটু লাভের আশায় অনেক কষ্ট করে তরমুজ চাষ করেছিলেন কিন্তুু তার ভাগ্যে তা আর সইলো না।

দিনের বেলাই কে বা কাহারা তার ক্ষেতের প্রায় ৫০ হাজার টাকার তরমুজ কেটে নষ্ট করে মাঠেই ফেলে রেখে গেছেন। এতে করে ঐ প্রান্তিক চাষী সাইদুল ইসলাম আর্থিক ভাবে চরম ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছেন এমনকি তিনি মানুষিক ভাবে ভেঙ্গেও পড়েছেন।

সাইদুল ইসলাম জানান, আমি বিকালে ব্যাক্তিগত কাজে একটু বাজারে গিয়েছিলাম বাজার থেকে এসে আমার ক্ষেতে এসে দেখি কে বা কাহারা আমার এই ক্ষতি করেছেন।

তিনি বলেন, আমার সাথে গ্রামের কারোর কোন শুত্রুতা ছিল না তার পরো কেন আমার এই ক্ষতি করলো। তিনি তার এই ক্ষতির জন্য তদন্ত পুর্বক গ্রাম্ম্য মতোব্বরদের কাছে সুষ্ট বিচার দাবি করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে অত্র ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য আতিকুজ্জামান (সন্টুর) সাথে কথা বললে তিনি বলেন যে, আমি বিষয়টি শুনেছি, কাজটি যারাই করুক না কেন তারা অত্যান্ত ন্যাক্কার জনক কাজটি করেছেন। আমি এই কাজের তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

দর্শনায় ওয়েভ ফাউন্ডেশেনের উদ্যেগে কর্মহীন পরিবারকে খাদ্য প্রদান

নোভেল করোনা ভাইরাস এখন বিশ্বের প্রায় সকল দেশ এবং অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ভাইরাসের আঘাতে দিন দিন ক্রমবর্ধমান হারে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

এ সংকটময় পরিস্থিতিতে অতীতের যে কোন সময়ের মতো নাগরিক সমাজের অন্যতম সংগঠন ‘ওয়েভ ফাউন্ডেশন’ এই অসহায় জনগোষ্ঠীর পাশে এসে দাড়িয়েছে। ‘করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ এবং এর ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন তিনটি পর্বে চাউল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, ভোজ্য তেল, চিড়া, ডাল ও বিস্কুট ২ হাজার ২৯০ পরিবারের মাঝে

৬১৮০টি মাস্ক, ৭১৬০টি সাবান, ৫৪৫০০ লিফলেট, পোস্টার ৯৮৬০টি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যμম (বিলবোর্ড, ফেস্টুন, মাইকিং) ঢাকা মহানগর ও কর্ম এলাকার ১৭টি জেলায় ১০,৮৬,৭০৫ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে ও ৪৮,৭০৫ জন এবং পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে।

এছাড়া খাদ্য সহায়তা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ অর্থ সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মীদের ১ দিনের বেতন ৫ লাখ ৫৮ হাজার ১০৫ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করা হয়।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে গত ২১ এপ্রিল-২০২০ তারিখে হস্তান্তর বিগত ১৫ লাখ ৭০ হাজার ১৯৫ টাকা সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ও সংস্থার মাধ্যমে আর্থিক অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

গত ৩০ এপ্রিল পিকেএসএফ এর সংস্থার প্রধান কার্যালয় হতে ৫০ হাজার টাকার চেক সমাজসেবা ঢাকা অফিসে সংস্থার মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়। এমনকি বাস্তবায়িত এসইআইপি প্রকল্পের চলমান ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ১৪৮ জনের ব্যক্তিগত হিসাবে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা হিসাবে ৭ লাখ ৪০ হাজার টাকা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে পিকেএসএফ এর মাধ্যমে অনুদান প্রদান আর্থিক অনুদান সহায়তা দেয় হয়।

সব মিলিয়ে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ২৯ লাখ ১৮ হাজর ৩০০ টাকা ব্যয় করেছে। এছাড়া ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কর্ম এলাকায় খাদ্য উপহার অব্যহত রয়েছে বলে উপ-নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেন জানান।

দর্শনায় আদিবাসী ও ঋষি সম্প্রায়ের মাঝে চিকিৎসা প্রদান

দর্শনায় আদিবাসী ও ঋষি সম্প্রায়ের নারী-পুরুষের চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। ইয়ুথ এসেম্বলি সদস্যদের আয়োজনে এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের

সহযোগিতায় শনিবার সকাল ৯টায় দর্শনা ঋষি সম্প্রদায় পাড়ায় এ চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

চিকিৎসা প্রদান করেন ডাঃ আনোয়ার হোসেন রাজিব (এম বি এস) ও ডাঃ জাকির হোসেন (ডি. এম. এস) সহায়তা করেন। আদিবাসী ও ঋষি পাড়ার ৪০জন মানুষ ডাইবেটিস, অনিদ্রা, মাথা বেথা, ঠান্ডাজ্বরসহ নানা ধরণের চিকিৎসা গ্রহন করেন।

এ চিকিৎসা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-সন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ ও সমাজ সেবক খাইরুল ইসলাম।

এছাড়া ইয়ুথ এসেম্বলি সদস্য সুজন, সজিব, শান্ত, প্রদীপ, জয়া ও সাগর। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইসরাইল হোসেন খান টিটো।

আলমডাঙ্গায় সরকারি ভাবে ধান সংগ্রহের জন্য লটারি

আলমডাঙ্গা খাদ্যগুদামে সরকারি ভাবে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী প্রত্যেক ইউনিয়ের কৃষক দের কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান করলে, তাদের দরখাস্ত মোতাবেক লটারির মাধ্যমে ক্রেতা নির্ধারণ করার জন্য গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা কৃষি অফিসে লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন।

তিনি এসময় বলেন, সরকার সরাসরি প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য ঘোষণা দেন। সেই লক্ষে আমরা উপজেলার সকল ইউনিয়ন ও পৌর সভার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করতে চাই। কিন্ত আমাদের লক্ষ মাত্রা ১ হাজার ৩ শত ৮৪ মেঃ টন। মানে প্রত্যেক কৃষক ১ মেঃ টন করে ধান বিক্রয় করতে পারবে। লক্ষ মাত্রার চেয়ে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি হওয়ায় আজ আমরা লটারির মাধ্যমে বিক্রেতা

সিলেকশন করে দেব। তারা নির্ধারিত সময়ে খাদ্যগুদামে ধান সরবরাহ করবেন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদীর গনু, ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহম্মেদ ডন, উপজেলা কৃষি অফিসার, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার, উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা মোফাখাইরুল ইসলাম, গুদাম রক্ষক মিয়াজান হোসেন, খাদ্যপরিদর্শক রাবিবুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল হোসেন, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার আফাজ উদ্দিন, উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক, ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ, আবু সাইদ পিন্টু, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি, দেলোয়ার হোসেন, সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, প্রেসক্লাবের সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি জামসিদুল হক মুনি, প্রচার সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, সাইফুর রহমান পিন্টু, সহ শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিল।

লটারি করা হয় মোট ১৩৮৪ মেঃ টন ধান নেওয়া হবে। প্রতি কৃষক ১ টন করে ধান দিতে পারবে।

দর্শনায় আদিবাসীদের সাথে ওরিয়েন্টেশন ও উপকরণ বিতরণ

স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাচল ও স্বাস্থ্য বিধির ব্যবহার বিষায়ক রামনগর আদিবাসী সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষের মধ্যে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ওরিয়েন্টেশন ও উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

বৃস্পতিবার সকাল ৮টায় ইয়ুথ এসেম্বলির আয়োজনে এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশন সহযোগিতায় দর্শনা রামনগর বাগদী পাড়ায় ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় আদীবাসী সম্প্রদায়ের শতাধিক মানুষ দু দফায় শারিরীক দুরুত্ব বজায় রেখে ওরিয়েন্টেশনে অংশ নেয়। ওরিয়েন্টেশনের আগেই প্রত্যেক